মলয় রায়চৌধুরী-র কবিতা

মর মুখপুড়ি

এই বেশ ভালো হল অ্যামি, বিন্দাস জীবন ফেঁদে তাকে
গানে নাচে মাদকের জুয়ার পূণ্যে অ্যামি, কী বলব বল,
অ্যামি ওয়াইনহাউস, অ্যামি, আমি তো ছিলুম তোর
জানালার কাচ ভেঙে 'ল্যাম্ব অফ গড'-এর দামামায়
বাজ-পড়া গিটারের ছেনাল আলোয় চকাচৌঁধ ভাম,
অ্যামি, আমি তো ছিলুম, তুই দেখলি না, হের্শেল টমাসের
শিয়রে বিষের শিশি, মাধুকরী লেপের নিঃশ্বাসে, অ্যামি
স্তনের গোলাপি উল্কি প্রজাপতি হয়ে কাঁপছি, দেখছিস,
লাল রঙে, অ্যামি, অ্যামি ওয়াইনহাউস, মুখপুড়ি
হ্যাশের ঝাপসা নদী কোকেনে দোলানো কোমর, চোখ
ধ্যাবড়া কাজলে ঘোলা ঠিক যেন বাবার রিটাচ-করা
খুকিদের নকল গোলাপি ঠোঁট বয়ামে ভাসাচ্ছে হাসি
সাদা-কালো, হ্যাঁ, সাদা-কালো, 'ব্যাক টু ব্ল্যাক' গাইছিস
বিবিসির ভিড়েল মাচানে কিংবা রকবাজ ঘেমো হুল্লোড়ে,
আরো সব কে কী যেন, ভুলে যাচ্ছি ভুলে যাচ্ছি ভুলে...
ওহ হ্যাঁ, মনে পড়ল, ক্রিস্টেন পাফ...জনি ম্যাককুলোজ...

রাজকমল চৌধুরী...ফালগুনি রায়...অ্যান্ড্রু উড...
শামশের আনোয়ার...সমীর বসু...কে সি কালভার...
সেক্স পিস্টলের সিড ভিশাস...ডার্বি গ্রেস...অ্যান্টন মেইডেন...
হেরোইন ওভারডোজ, ছ্যাঃ,ওভারডোজ কাকে বলে, অ্যামি
ওয়াইনহাউস, বল তুই, কী ভাবে জানবে কেউ নিজেকে
পাবার জন্য, নিজের সঙ্গে নিজে প্রেমে পড়বার জন্য...
য়ুকিকো ওকাকার গাইতে-গাইতে ছাদ থেকে শীতেল হাওয়ায়
দু'হাত মেলে ঝাঁপ দেয়া, কিংবা বেহালা হাতে সিলিঙের হুক থেকে
ঝুলে-পড়া আয়ান কার্টিস, কত নাম কত স্মৃতি কিন্তু কারোর
মুখ মনে করা বেশ মুশকিল, তোর মুখও ভুলে যাব
দিনকতক পর, ভুলে গেছি প্রথম প্রেমিকার কচি নাভির সুগন্ধ
শেষ নারীটির চিঠি, আত্মহত্যার হুমকি-ঠাসা, হ্যাঁ, রিয়্যালি,
কী জানিস, তাও তো টয়লেটের অ্যাসিডে ঝলসানো হার্ট
নরম-গরম লাশ, হাঃ, স্বর্গ-নরক নয়, ঘাসেতে মিনিট পনেরো
যিশুর হোলি গ্রেইল তুলে ধরে থ্রি চিয়ার্স বন্ধুরা-শত্রুরা---
ডারলিং, দেখা হবে অন্ধকার ক্ষণে, উদাসীন খোলা মাই,
দু'ঠ্যাং ছড়িয়ে, এ কোন অজানা মাংস ! অজানারা ছাড়া
আর কিছু বাকি নেই অ্যামি, সি ইউ...সি ইউ...সি ইউ...
সি ইউ...সি ইউ...সি ইউ...মিস ইউ অল...

অভিজিৎ মিত্র-র কবিতা

জেরক্স

১
কোনোদিন কবিতা লিখিনি
শুধু প্রতিলিপি

মাথা থেকে ফাঁকা টিউব বেয়ে
আঙুল অব্ধি
ঘটাং ঘটাং
ঘটাং ঘটাং
সাদা কালোয় ছাপা হচ্ছে
আকাশ নদী ফুল
এমনকি আমার হাত পা যৌনাঙ্গ
কেউ ঢাকনা দিচ্ছে না
পোশাক দিচ্ছে না
ডাংরায় খেজুর পাতা ধুয়ে

কন্ডোম সেলাই হবে
সাদা কালোয় পলাশের ঘষে যাওয়া ছাল
জাঙ্গিয়ায় কবিতাহীন মার্চের প্রতিলিপি

কোনোদিন কবিতা লিখিনি
হয়ত আর লিখবও না

২
মাথায় কবিতার বদলে
রাজধানীর জেরক্স
কোল দিল মুম চেন
সবাই আরাম চায়
বসে বসে পটাং শব্দে ছিঁড়ছে
সেটার জেরক্স হয় না
কিছু না পেলেই আজকাল
দূরবাল
জেরক্স কেন নীল নয় ?
মার্চের রাজধানী নীল হয়ে উঠছে
নীল ঢেউ নীল বালি নীল বিকিনি
চুপ
আমরা ফেভিকল হয়ে যাব

চৌতিরিশ নম্বর ব্রায়ের বিজ্ঞাপনে
মুখ থেকে নাল ঝরবে
পার্টির পতাকায় ফ্যাদা মোছা হচ্ছে
এবার জেরক্স

আর কবিতা নেই
শুধু একটা সেট টপ বক্স
না হলে পয়লা এপ্রিল থেকে
নীল ছবি ভ্যানিশ

৩
যে লোকটা প্রথম
ফাকিউ বলে আঙুল তুলেছিল
তার শব্দ কেড়ে
আজকাল প্রতিলিপি হচ্ছে
সবাই নীল চায় কবিতা চায়না

পঙ্গপালের মতো নীলচাষ
নীলকর সাহেবের ভূত
দাদন আর গাদন
প্রতি সন্ধেয়

রাজধানীর পথে গলিতে
ট্রেনে বাসে ঝোপঝাড়ে
চিড়িয়াখানার প্রতিলিপি
মেশিনে কালো কালি ঢুকছে

কবিতাহীন প্রতিলিপি কারখানা
ঘরে ঘরে তন্দুরির গরম শিক
কচি মাংসের অপেক্ষা
প্যান্টের চেন খুলে
যৌন পিস্তলের মার্চ
একটা ফুটোর জন্য চিরুনি তল্লাশ
পেলেই ফাকিউ শব্দের প্রতিলিপি
ঘটাং ঘটাং
ঘটাং ঘটাং
ঘটাং ঘটাং
ঘটাং ঘটাং

রঞ্জন মৈত্র-র কবিতা

ফাকলোর

(উৎসর্গঃ ভানডারার তিন মুন্নিকে)

মা একটা গাছ
রুটিফল
একটা রুটি কত উঁচু থেকে আলো করে
অচেনা পাড়ায় আমরা খেলি
ধুলো আলো শ্যাওলাধরা দাঁতগুলো আলো
গাছতলায় ঝকঝকে বালির আঙুল

বাঁশি থেকে গান হয়
গানেও রুটির গন্ধ এই প্রথম
খিদে দৌড়চ্ছে দেখে আমরাও থামিনি

কি খেলা আমাদের
কত চাঁদ সূর্য পেরিয়ে যাওয়া টের পাইনি তো
ফ্রক ও ইজেরগুলো টুকরো টুকরো তারা ফুটল
সমস্ত শরীরে হাততালি আগুন চাটু
গেঁহু থেকে কত দূরে এই মাংস আমাদের
এই টানা লাল পেচ্ছাপ আমাদের
জলে আলো
তিন রুটি ভাসছি আলোয়
একটা কি গান আসছে
গাছের গান
সর্ষে শাকের
খিদে পেরোলেই যেমন শুনতাম প্রতি রাতে

অরূপ চৌধুরী-র কবিতা

১৬ই ডিসেম্বর, একটি অ্যাকশন রিপ্লে

গীতবিতানের পাতায় আটকে ছিল প্লেটোনিক যে প্রেম তিন হাজার বছর
আজ সে মুক্ত, স্বাধীন, প্লেটোর ভ্রুকূটিহীন তার চারপাশে
আজ কোনো স্বর্গ নেই, সংবিধান নেই
নবাঞ্জন মায়ার রঞ্জনারাও বদলে যাচ্ছে দ্রুত
আর গীতবিতানের জায়গায় ইউটিউবে বেজে উঠছে
কামশাস্ত্রীয় শরীরসঙ্গীত

ঘাসে ঘাসে একদিন যেখানে ভেঙে যেতো অনন্ত বাদাম
আর ছাতিমের ছায়ায় এসে বসতেন মহামতি প্লেটো
আজ সেই সব ঘাসেরা মৃত, ছাতিমেরাও ইতিহাস
ভারবাহী বাতাস টানতে টানতে বয়ে নিয়ে চলেছে
জীবনানন্দের কান্না ও বিষাদ
চারপাশে আততায়ী, চারপাশে কামোন্মাদ ও মতিচ্ছন্ন একটা সময়
বিগত শতকের ফিকে হয়ে আসা যুদ্ধ ও যৌনতাগুলো
সে আবার শান দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে বাজারে
আর গদোগদো ও ফুলে ওঠা লোভার্ত বাজার
মশগুল চেয়ে দেখছে
মলে মলে কেঁপে ওঠা মাংসাশী ভিড়ের সয়লাব

এখানে এখন স্থায়ী নামের কোনো আস্তানা নেই
সকালের সম্পর্কগুলো বিকেলের আলোয় বদলে নিচ্ছে
বন্ধু ও বিছানা
এবং রাত্রিও হারিয়েছে তার যোগমায়া ও চুম্বকের টান
স্প্লিট-ভিলা থেকে সারাদিন ভেসে আসে বিচিং ও শীৎকার
সন্ধ্যে হলেই ঝুপ করে নেমে আসে ভৌতিক যে কুয়াশা ও
অন্ধকার তার বোঁটকা গন্ধে নাক টিপে
ছুট লাগায় ভয়ার্ত শহর আপনা মাংসে হরিণা বৈরী
তাকে ধাওয়া করে পিশাচ ও ড্রাকুলার গ্যাং পেছন থেকে
হো হো হাসি ভেসে আসে হ্যায়বানের
পথ তখন সুনসান ঝিরিঝিরি কুয়াশার নীলে
কোথাও কৃষ্ণ নেই শুধু দুঃশাসন অপরাধের ইন্দ্রপ্রস্থে
ছিঁড়ে নিচ্ছে দ্রৌপদীর স্তন
তার ধস্ত, বেরিয়ে আসা আঁত আর এফোঁড় ওফোঁড়
যোনি ও জঙ্ঘার পাশে হাঁটু ভাঙা রক্তাক্ত অর্জুন
বিষাদবিদ্ধ চেয়ে দেখছে বহুচর্চিত বস্ত্রহরণের
সেই এক ঘেয়ে অ্যাকশন রিপ্লে।

বিজয়াদিত্য চক্রবর্তী-র কবিতা

এর জন্য ও

হ্যাঁ, সব্বার জন্যই সব্বাই
একাধ গ্লাস জলের দেবতার জন্যই মুখ তেতো-তেতো ভাবের দেবতা
চোখে-চোখ বাহাদুর অশ্রুরেখার জন্যই কেঁচোচল গেরস্তালির ফানটুস
দুপুরদেশে মগ্নভগ্ন ভোঁকাট্টা চিলের মতন ভাসতে থাকার
লালসা আর স্বপ্নের ফ্রাক্টাল
অর্থদাস শব্দের চুমকিদার বোকে-র জন্যই বোর্ড-পিনে গেঁথে-রাখা
ফ্লেক্সে বাজেট পৃষ্ঠার গ্রাফিতি
মন্ত্রচ্ছলে হাইতোলার জন্যই তৃপ্তিশিল্পের বহনক্ষম শুঁটকি ও

হারবাল রোমান্টিকতার ছাঁচ তৈরির কল
ব্ল্যাকমেল-পটু বিকেলের নৈঃশব্দের ক্রমহ্রাসমান গড় মানের জন্যই
কমা ও কোলনের গয়না চিবুকে ঠোঁটে ভুরুতে ও
জিভেও
বৈদ্যুতিক চুল্লির পেটে তড়বড়িয়ে বেড়ে-ওঠা লাফিং ক্লাবগুলোর জন্যই
দাম্পত্যের লুকোনো সল্ট পিট, লকার, বিরাট
বিরাট রুকস্যাক
দেওয়াল-লাগোয়া ঘরে এঁটো থালাবাসনের কড়াক্কড় ধোওয়া ও
থোওয়ার জন্যই অভিমানে ম্যারিনেটেড ভাষা
স্বাদমতন নুনে ফেটিয়ে গ্রিল-মোডে বছর
বিশ-পঁচিশ
বাউন্সড চেকের মতো ফিরে-আসা হাহাকারের জন্যই ধোবিঘাট
ঘুরে-আসা রোঁয়া-ওঠা রঙচটা জোছনা যার
স্টিকারের নম্বর দেখে তর্জনী অহেতুক ঋজু
হয়ে ওঠে
ঝাঁটিয়ে জড়ো-করা পাতাপুতো আর পুরোনো গানের কলি জ্বালিয়ে
হাতগরম গা-গরমের জন্যই নিরুদ্দিষ্টদের
জন্য অপেক্ষমান ব্রিজ-থেকে উল্টে-পড়া ৫৬
সীটার বাস এবং গোলগোল রোদছায়ায়
ফুরফুরে পিঁপড়েদের সারি যারা একটা-একটা

করে আমাদের প্রত্যেক অক্ষর খুবলে নিয়ে কাঁধে তুলে
গর্তফাটলপথে চলে যাবে কিছুক্ষণ পর

অতনু বন্দ্যোপাধ্যায় -এর কবিতা

অন্ধকার

এক।।

চোখের চারপাশে
শস্য জমে আছে
পিছনে
রূপের বদলে কিতাবের আলো

হয়তো এখনো কেউ
চলে যাবার সময়
আঙুল
আঙুলের মাথায় যে নখ
রেখে যাবে মশারির ভেতর
সেখানেই
কোলের কয়েকটা স্কেচ
আর জ্বালিয়ে রাখে দেশলাই
আর দেশলাই থেকে নেমে যাচ্ছে
পায়ে পায়ে
আমার অহংকার গুলো
দুই।।
কিছু আসলো বসতবাড়িতে
গেট ছেড়ে চলে যাচ্ছে
কান
কানের ওইপারে
জলাশ্রম
আমরা দুধের বদলে
দিবা চেয়েছিলাম

আর রাস্তায়
আরেকটা শীতের আগুন
কোতয়ালি থেকে ফরমান জারি হলো

এই শহরে কোন খুন হবে না
মেয়েরা পোয়াতি হবে না
রোদের বাচ্চায়

বারীন ঘোষাল-এর কবিতা

লেট পলাশ

বসে আঁকা বালক-বালিকার বৈশাখ
অনেক বৈশাখ

অনেকেরই দাঁড়িয়ে গেল
বৈশাখ থেকে বালক বেরিয়ে হেঁটে চলেছে ডুরে
জঙ্গলে
রচনাবলীর মধ্য দিয়ে ছায়াসুমারির হাফ রং
ডিজিটাল ছবির স্লাইড শো
স্ত্রীমনে
শি-মনে
চোখ এত হাসি গড়াগড়ি পিছল যে
ঘুঘুপোড়ার ওপর দুলেই চলেছে ঘুঘুডাক

আগুন দেখার হুজুগ কমে এলে এম্পটিমনা স্ট্রিটে
প্রার্থনা সেরে
আগুনরা ছড়িয়ে পড়েছে চোখে চোখে জলে ভিজতে
জল ঢালা
নাই কুড়িয়ে ফেরা বালক
তার নাভি আর ইরেজার
ইরেজার আর কাঠের পেন্সিল
তার খেলনা ধর্মচক্রের ফাঁকে দু চারটে লেট বনের পলাশ
অনাথ রচনায় টাইম পাস করছে

বসন্ত ফুটেছে গায়ে গায়ে
পতঝরে বাতাস মেশানো গান
কোকিলের তরে কোকিলানিটির নিরবতা তাই শুনছে
ইমন কল্যাণের জন্য প্রস্তুত হয়েছে রেওয়াজ
পলাশ রুদ্র হয়ে খেলছে ভাই-ভাই

লালের প্রকার
কার কথা কে নেই পাহাড়ে
বরফ এসেছে এদেশের হোলি রিলেশনে

কি থেকে কি হয়
লাশ কে পলাশ
হয় দিন
হাদীনতা যেন জেনলিথ বুলেটের বুলেটিন পড়া হচ্ছে
তারই পতাকা
বুড়ির ঘর জ্বলছে
আমাদের বাড়ি
নেই

তবুও পতাকা

শুধু পলাশের বন
বন নয়
বনের আকারে উঠেছিল সমস্ত জলাশয়ে চাঁদ
জেগে ওঠে রাতের কলিঙ্গ কাম

দিয়েছো খুউব করে কষে
গানপাড়ার গেটে
ঘুরঘুর করছে পাড়াগান
পিপাসা
বহতা ঝর্নায়
নদী হবার আগে
সারা বন
সারা পাহাড়ের বন
সারা পাহাড়ের বনে চলকে পড়া আগুনের রং
বালক বালিকারা হাঁ হয়ে দেখছে পলাশের মেলায় মোয়ারা
ওঠে নামে ছুটে যায় দিগন্তে

কৃষ্ণা মিশ্র ভট্টাচার্য-র কবিতা

১ এ চন্দ্র সিরিজ

<u>এক</u>

কনডেনস্ড বিকেলের হাত ফসকে খয়েরী
ম্যাগপাইয়েরা অদ্ভুত আকাশী রাস্তায়
মরীয়া
স্নান ভেঙে গেস্টাপো স্টেশন চত্বরে ব্রীজভাঙা
ক্যান্টারবেরী টেলস। উনডেড জানালা
ঘুঘু ডাকা রেলিং বহির্ভূত ক্রাউড ঢেকে
দাও নীল কাপড়ে; নিদেন পক্ষে হালকা

বৃষ্টি রং; সাদা বড় বর্ণহীন
নদীদের সংগম অভিসার শেষে আকাশের
ভাঙা কপাল জুড়ে থিকথিকে রক্ত চাঁদ

দুই

গুহার সন্দর্ভে আগুন জ্বালাবার দিন
ইয়াকের পিঠে বস্তা - হেড স্কার্ফ পাহাড় ডিঙ্গোয়
রেড ফর ভার্জিন - হোয়াইট ফর...
আমু দরিয়ার পানির ছামুতে আমু বাই
জিগসো পাজল মেলায়
সাদা পাহাড়ে কয়েকটি ইমাজিনারি পাখি
উড়ে গেলে অ্যাডজেকটিভহীন চাঁদ
পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক নিশানায়

তিন

আগুন এখনো আগুনেরি মতো পাহাড়ের প্রতিতুলনা
পাহাড়ই
পামীরের ফ্ল্যাট ভূমিতে শ্যাডো ডান্সে
রোদ তুষার

ওরা কোনদিন গাছ দ্যাখেনি
বৃষ্টিও না
বাইশ বছরের স্বপ্ন-চোখ ঘুমিয়ে পড়লে
ল্যাম্পপোস্টে লটকে থাকে পাঁচটি
বুলেট চিহ্ন চাঁদ

চার

সুনহেরি মসজিদের সামনে মাদী হাতীর পিঠে পরাজিত
যুবরাজ তার শেষ উত্তরীয়খানি ছুঁড়ে মারেন
জনতার দিকে; বন্দী চোখে জল। অন্য ফুটপাতে
অপূর্ব মিষ্টান্ন ভান্ডারে আড্ডা-গুলজার-খোজা
কাফ্রী-নাদির শাহি কৎলে আম
ভগীরথ প্লেসের দেয়াল জুড়ে জাহানারা বেগমের
জানালায় ঝুলমাখা শাহী চাঁদ

পাঁচ

কাঁচের ঘর বসত্ কাঁপিয়ে জ্বলন্ত আগুনের পিন্ড
পৃথিবী গহ্বরে নেমে গেলে
বৃদ্ধ শরীর ভুবন পাহাড়ে ঝরে পড়া নক্ষত্র খোঁজে

পঞ্চম রাজমার্গের বে-হিসেবী হিরোহন্ডাও
জানে কখন ব্রেক কষতে হয়
অথচ সমুদ্র স্নান করছিল যে সব পোয়াতি
মেঘেরা ব্রেক ফেল করে তারা
হুড়মুড়িয়ে শহর ভাসায়
জলকেলি শেষে জলের পরিখায় মুখ দেখে
মুখ ভার করা অন্ধকার চাঁদ

গৌতম দাশগুপ্ত-র কবিতা

সাহারায়

আজকাল পাঁচ-ছ বছরের মেয়ের জামায় নকশা
ভাঙা প্লাস্টিক বোতল মোমবাতি
মেয়ে বিক্ষোভকারীর থাপ্পড়ে এ সি পি গাল রগরান যৌনতায়
তপ্ত দুপুর টেবিলে তোল টেবিলে তোল
চম্বল চুরুট মুখে রুল ঢোকায়
ভারী শরীর জল অচল চোখ
অপরিসর অপরিচ্ছন্ন ঘর
আমিই আইন বলে মেয়েটিকে ভাববেননা নগন্য
এক থাপ্পরে বাৎসায়নের কামসূত্র জ্বালিয়ে একেবারে টেক্সাস ইনফার্নো
শরীর গুলিয়ে ওঠে
গাড়ি চলে
বোঁদে খেয়ে মাথা গরম
বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম
মা বলতেন সত্য পথে থাক অন্ধকার আলো হবে
আলোর গরমে কঁকিয়ে ওঠে অন্ধকার
মাঝরাতে রুল খাওয়া মেয়ের ওপর
নিঃশাস পড়ে জোরে জোরে দেহপসারিনীদের

এই শিখন্ডীর দেশে সাত পাকের আগেই
রুল খাওয়া মাঝরাতে
এই সস্তা পাউডার মাখা মুখের নিঃশাস
নরম ফরসা সাহারায়

সাযযাদ কাদির এর কবিতা

জটলা

ওরা দু'জন। একজনের পরনে হলুদ-কমলা ছাপা শাড়ি।
মেলায় যাওয়ার পথের এখানে ওখানে ছোটখাটো জটলা --
ওগুলো থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলে ওরা।
এ নিয়ে কবিতা লেখার হয়ত কিছু নেই, তবে
আমার মনে হয় শাড়ির আঁচলটা বারবার আঙ্গুলে পেঁচিয়ে
কি যেন ঠিক করে নেয় মহিলা। আর পুরুষটি

হাত বাড়িয়ে তার কব্জিটা ধরে, কি যেন বলে কিছুক্ষণ।
মহিলার হাত সাদা, খালি। পুরুষের চশমায় হঠাৎ
ঝিকিয়ে ওঠে রোদ, তারই একটু ঝিলিক লাগে
মহিলার নগ্ন ফর্সা হাতে। ওদিকে জটলা বাড়ে পথে,
শ'-শ' নরনারী যায় আসে মেলায়। তবে ওই দু'জন
পড়ে না তাদের কারও চোখে। জটলার মধ্যে
থাকে তারা জটলার বাইরে। বিচ্ছিন্ন। তারপর
কোন শূন্যতার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা
মহিলার সাদা হাত, কব্জি ভেসে ওঠে হলুদ-কমলায় - দেখায়
বড় সৌন্দর্যমণ্ডিত। আমাদের চোখে ভাসে ভাসমান হাঁসের গ্রীবা।
পুরুষটি বড় দুঃখী হয় ওই সৌন্দর্য দেখে, অনুতাপ ঝরে
তার কথায়। কি যেন বলে সে, মহিলাও বলে নত স্বরে,
এ ভাবে নিজস্ব এক জটলা হয়ে ওঠে ওরা দু'জন।

দীপঙ্কর দত্ত-র কবিতা

পলটবার

তখতাপলটের টানা দু রাত্রি পর ফুটফুটে পসার বসেছে
নিযুত সূর্যশলাকার ট্র্যাভেলগ ভোঁপ বন্দরগাহ্
হাফ ভলিতে নিয়ে কিক করার পর রাজার কাটা মুন্ডের আউটসুইংগার
জানলা ফাটিয়ে ঢুকে পড়ছে কিন্ডারগার্টেন ক্লাসরুমে
আর তখনি ঠিনঠিনঠিনঠিন ছুটির পাগলা ঘন্টি
গুলতির ঢিলানি দৌরাত্ম্যে চাক ও চিক্য ভেঙ্গে পড়ে অনর্গল ভূতিয়া বিদ্যায়তন
মাই-বাপ, হুকুম কা ইক্কা, বার বার নজরআন্দাজ করেছেন তবু
বার বার বলেছি আস্তিন থেকে লাফিয়ে টেবিলে বিছিয়ে পড়ে দেখুন
খোঁয়াড়ে ফি রাতে যে শেয়ালের হামলা হয়
পাঞ্জার বোঁটকা দরিন্দগী ট্রেইল, টুঁটি-রক্তের ঘসিটা বেগম কীভাবে শেষ হয়
হাভেলির খিড়কি দালানে !
স্যালাইন ও বিটাডিন সলিউশনে নানকৌড়ির ধৌত অন্ত্র এখন শুকায়
সমুদ্র-রোদ্দুরের ব্রড স্পেকট্রাম হাওয়া হাওয়াই স্যায়লাবে

গঞ্জে সুপারীর দর পড়ে যাচ্ছে হুকুম, দিশি কাট্টা পাচ্ছি স্রেফ আড়াই হাজারে
পিছমোড়া বিধবা শুয়ো-দুয়োর রোজ কা রান্ডিরোনা এখন শিশুরও অসহ্য
রাজনন্দিনী স্ট্রেচারে আমার গিরফেত, পাউচ ভরছে কাতরা কাতরা প্লেটলেট-রীচ প্লাজমা
চবুতরায় উপছা ভিড়ের কোনো আন্দাজা হবেনা আপনার
অ্যায়সি হ্যায়ভানিয়ত কি রুহ্ কাঁপ যায়ে
একের পর এক মুচড়ে ফেলছি টু-ফিঙ্গার টেস্টের ঠাটানো চামচিকরি দস্তানার আঙুল --

দিল্লি হাটার্স

আমাদের শনি-সন্ধ্যার আড্ডার হদিস

দিল্লি হাট ফুড কোর্ট

নজদিক বিজলী গ্রীল

যোগাযোগ:9650575243